প্রথম আলো

তারিখ 21 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

ধর্মঘটে অচল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমাবর্তনে সংঘাতের ভয় রাষ্ট্রপতিকে ঠেকানো হবে

শ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকা ধর্মঘটে এক মাস র অচল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য ধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে ছাত্র গ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মীরা আলোচনা রতে এসে ১৯ নভেম্বর ছাত্রদলের হামলার কার হন। ছাত্রলীগ এবং এর মিত্রদের ার্চাটি পরদিন থেকেই ধর্মঘট করছে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হামলাকারীদের বিচার বি করায় কর্তৃপক্ষ দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন রেছিল। তবে তদন্ত হচ্ছে কি না, তা পরিষ্কার া। ২৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম াবর্তন হওয়ার কথা। তখনো যদি ধর্মঘট ল, তবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেও ঘাত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা রছেন। ওই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সার কথা।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আ ফিরোজ আহমেদ গত শনিবার প্রথম লোকে বলেছেন, তদন্ত চলছে। আর তদন্ত মিটির প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার গত ধলবার জানিয়েছেন, কমিটি এখনো কাজ শুরু তদন্ত কমিটির প্রথম সভা হওয়ার কথা ছিল, তবে তা করা যায়নি। তাঁর কথা, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক না হলে তদন্তের কাজ শুরু করা যাবে না। কারণ হামলার বিষয়ে ছাত্রদের সাক্ষ্য নিতে হবে। তারা ক্যাম্পাসে না এলে তদন্ত করা সম্ভব নয়।

বিএনপির ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঘোষণা দিয়েছে, ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাসে প্রতিহত করবে। প্রতিদিনই ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে একরকম একচ্ছত্র শক্তির মহড়া দিচ্ছেন। ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করতে এসে একাধিকবার ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হামলার শিকার হয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চলতি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেয়। তবে ছাত্রদলের চাপে সেটা ভেস্তে যায়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, ধর্মঘটের মধ্যে তাঁরা সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতে দেবেন না এবং তাঁরা রাষ্ট্রপতিকেও আসতে দেবেন না। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা গত সোমবার সমাবর্তনের মঞ্চ ও প্যান্ডেল ভাঙচুরের চেষ্টা করেছিলেন।

তদন্ত ও বিচার না হলে ধর্মঘটী প্রত্যাহার কী করে—এ প্রশ্নের জবাবে সহ-উপাচার্য অধ্যাপক হায়দার বলেন, তাঁর বিশ্বাস, সমাবর্তনের আগেই সমস্যার সমাধান হবে। এ ছাড়া তাঁর মতে, সমাবর্তন আটকে দেওয়া কোনো ছাত্রসংগঠনের উচিত হবে না। কেননা সেটা সব মতাদর্শের শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান।

সহ-উপাচার্য দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত সচল করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক। প্রক্টর অধ্যাপক আহমেদ বলেছেন, ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে তিনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন। তবে তিনি মনে করেন, জাতীয় রাজনীতির চলতি ধারার প্রভাবে ছাত্রসংগঠনগুলো আবার সংঘাতের দিকে যেতে পারে। এ জন্য কর্তৃপক্ষকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হচ্ছে।

প্রক্টর অধ্যাপক আহমেদ অবশ্য মনে করেন, সমাবর্তন হবে। ছাত্রসংগঠনের বিরোধিতার মুখে সমাবর্তন আগেও হয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন প্রথম আলোকে বলেছেন, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মেনে নেবেন না। যেকোনো মূল্যে তাঁকে ঠেকানো হবে। তিনি আরও বলেন, 'বিএনপির কথায় যেমন রাষ্ট্রপতি